উদ্ভটভাষণ

সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

এটা একটা খুব খারাপ — খুবই খারাপ ব্যাপার বলতে হবে যে, একাট সভা পরিচালনা করার জন্যে একজন সভাপতি পাওয়া যাচ্ছে না। মানে এমন কোনো ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না, যিনি সর্বজন শ্রদ্ধেয় না হলেও অন্তত সর্বজনমান্য — তাঁকে সভাপতি নির্বাচন করলে কোনো মহল থেকেই আপত্তি উঠবে না। অনেক অন্বেষণের পর এইরকম একজন অবিতর্কিত ব্যক্তি যখন প্রায় দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠেছে, এবং পরিস্থিতি এতদূর গড়িয়েছে যে, অবিমিশ্র শুদ্ধ চারিত্রের ধারণাটাই আদর্শকল্পনা কিনা, তা-ই নিয়েই প্রশ্ন দেখা দিতে শুরু করেছে — সেই সময়ই হঠাৎ একজনের খোঁজ পাওয়া গেল, যিনি স্বনামখ্যাত না হলেও আদর্শবাদী এবং সমাজসেবী বলে পরিচিত ছিলেন এককালে।

সভার উদ্যোক্তারা আর বিলম্ব না করে অতি দ্রুত সেই ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করে 'কালই আমরা চিঠি ছাপতে দিচ্ছি' পর্যন্ত যখন বলে ফেলেছে, হতভম্ব মানুষটি এই প্রথম একটা প্রশ্ন করার সুযোগ পেলেন। তিনি জানতে চাইলেন : সভাটা কী নিয়ে? — তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে বলা হলো 'নৈতিক অবক্ষয়' এবং সেটাও যথেষ্ট মনে না হওয়ায় নীতিহীনতা, ভ্রষ্টাচার ইত্যাদি (কু) গুণবাচক বিশেষ্য সহকারে ভাব সম্প্রাসারণ করে দেওয়ার পরও দেখা গেল, আদর্শবাদী বলে পরিচিত ব্যক্তিটি বিষয়টি ঠিক অনুধাবন করতে পারেননি।

সহজ বিষয়কে অহেতুক জটিল করার মতো একটা প্রশ্ন তুলে তিনি এবার জানতে চাইলেন : কোন সময়ের ? এরকম একটা বেয়াড়া প্রশ্ন উদ্যোক্তাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটানোর পক্ষে যথেষ্ট ছিল; কিন্তু সভাটা তাদের করতেই হবে এবং অন্য কোনো সভাপতির সন্ধান যেহেতু পাওয়া যাচ্ছে না, তারা তাই তাদের স্বভাববিরুদ্ধ সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়ে বর্তমান পরিস্থিতি বিষয়ে সংক্ষিপ্ত একটি ভাষণে সভাপতি যা বলতে পারেন বা বলবেন বলে আশা করা হচ্ছে, তারই একটি সংক্ষিপ্তসার তৈরি করে দিয়ে কার্যত সভাপতির কাজটাকেই সহজ করে দিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এত করেও সভার উদ্দেশ্যটি পরিব্যক্ত করে তোলা সম্ভব হলো না।

সত্তরোর্ধ বয়সের সেই বৃদ্ধ জানালেন, তাঁর যতদূর মনে পড়ে, কিশোরকাল থেকেই তিনি শুনে আসছেন, সমাজে দুর্নীতি বেড়ে গেছে, যুবকসমাজের মধ্যে অবক্ষয় দেখা দিয়েছে। এই দুর্লক্ষণ ঠিক কবে থেকে প্রাদুর্ভূত হলো — সেই প্রশ্নের উত্তর সন্ধানেই তিনি বর্তমানে নিরত আছেন। — এরপর হিসেবমতো এইখানেই আলোচনার পরিসমাপ্তি ঘটার কথা ছিল; কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিল এক যথার্থ উপস্থিতবুদ্ধিসম্পন্ন যুবক। সে দক্ষ ফিল্ডারের মতো অবলীলায় ক্যাচটি ধরে নিয়ে 'বেশ আপনি তা-ই নিয়ে বলবেন' বলে দ্রুত উঠে দাঁড়িয়ে 'তৈরি থাকবেন; পাঁচটায় গাড়ি আসবে' বলে দিয়েই ব্যাট্‌সম্যান প্যাভিলিয়নে ফিরে যাওয়ার আগে ফিল্ডারদের মাঠ ছেড়ে চলে যাওয়ার মতো একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিয়ে পরিস্থিতি সামাল দিয়ে দেয়।

সভাটি শেষ পর্যন্ত হয়েছিল এবং সেই বৃদ্ধ ব্যক্তি সসম্মানে সভাপতির আসনে উপবিষ্ট ছিলেন। প্রচলিত রীতি এই যে, সভাপতিকে মাল্যদান করা হলে তিনি তা সবিনয়ে গ্রহণ করে তারপর খুলে রাখেন; কোনো বালিকা মালা পরাতে এলে অনেক সময় তার গলাতেই মালাটি ঝুলিয়ে দিয়ে বালিকার চিবুক স্পর্শ করে স্নেহাশিস জ্ঞাপন করে থাকেন। এক্ষেত্রে কিন্তু মালাটি সভাপতির কণ্ঠলগ্ন হয়েই ঝুলে রইল; তিনি যখন ভাষণ দেওয়ার জন্য উঠে দাঁড়িয়েছেন, তখনো তিনি মাল্যভূষিত হয়েই আছেন। সভাপতি বললেন : আদর্শহীনতা সম্পর্কে তাঁর অভিমত জানতে চাওয়া হয়েছে। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে তাঁর উপলব্ধি এই যে, আদর্শ এক প্রকার মদ; সেই মদ যারা খায়, তারা এমনই নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে যে, সকলকে বোঝাতে থাকে, এর চেয়ে ভালো জিনিস আর কিছু নেই। তারপর একসময় তাদের নেশার ঘোর কেটে যায়; তখন তারা সরবে প্রচার করতে থাকে : আদর্শ বলে আসলে কিছু নেই।

এই বলে সভাপতি একটানে মালাটি তাঁর গলা থেকে খুলে ফেললেন এবং 'আমার আর কিছু বলার নেই' বলেই ধপ করে বসে পড়লেন চেয়ারে।

এত সংক্ষিপ্ত আর উদ্ভট ভাষণ এর আগে কেউ শোনেনি। অবস্থাটা আরও জটিল হয়ে উঠলে যখন একটি টিভি চ্যানেলের সাংবাদিক সভাপতিকে একরকম ঘেরাও করে জানতে চাইল, তিনি ঠিক কী বোঝাতে চাইছেন; এবং বৃদ্ধ উত্তর দিলেন, তাঁর আর নতুন করে কিছু বলার নেই।

সভাপতিকে বাড়ি পৌঁছে দেবার জন্য গাড়ি মজুত ছিল; মিষ্টান্ন আর উপহারসামগ্রীও কিছু রাখা হয়েছিল; কিন্তু সেই বৃদ্ধকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না। রাতে একটি টিভি চ্যানেলের পর্দায় তাঁর মুখ দেখা গেল জাঙিয়া আর ব্রেসিয়ারের বিজ্ঞাপনের মাঝখানে — বিজ্ঞাপনদাতার নামটি সম্প্রতি এক মৃত্যুকাণ্ডের সূত্রে কলঙ্কিত হয়ে উঠেছে।

এত কিছু ঘটে যাবার পর সমস্ত ব্যাপারটাকেই এক বিরাট কেলেঙ্কারি বলে বর্ণনা করার মতো লোকের অভাব হলো না স্বভাবতই। সভার আয়োজক ছিল একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন; কিন্তু সব সংগঠনের পিছনেই তো কোনো - না -কোনো পার্টি থাকে। বিরোধী পার্টি প্রচারে সেই কেলেঙ্কারি ক্রমশ গাঁজিয়ে উঠেছে দেখে, উদ্যোক্তারা ঠিক করল, তারাও এবার প্রচারে নামবে; এবং কয়েক দিনের মধ্যেই 'আদর্শকে হত্যা করা হয়েছে' লেখা পোস্টারে দেয়াল ছেয়ে গেল।

জমি কেলেঙ্কারি, পশুখাদ্য কেলেঙ্কারি থেকে যৌন কেলেঙ্কারি পর্যন্ত নানা ধরনের কেলেঙ্কারির খবর রোজ কাগজে পড়তে পড়তে লোকের গা - সওয়া হয়ে গিয়েছিল। 'স্ক্যাম' বলে একটা নতুন ধরনের ইংরেজি শব্দও অনেকের শেখা হয়ে গেছে। বোমা বিস্ফোরণ, পুলিশের গুলি, গণধর্ষণ, পথ দুর্ঘটনা ইত্যাদি যখন দৈনন্দিন সংবাদ; ষাট বছরের বুড়ো ছয় বছরের মেয়েকে ধর্ষণও আর তেমন গ্রোটেস্ক বলে মনে হয় না; এত গৃহবধূ আগুনে পুড়ে বা গলায় দড়ি দিয়ে মরছে যে, তারও আর হিসেব রাখা সম্ভব হচ্ছে না — হত্যা, ধর্ষণ বা কেলেঙ্কারির মতো শব্দে সে - হিসাবে আর কোনো বিস্ময় বা রোমাঞ্চ নেই। 'আদর্শ' শব্দটি বরং সে - তুলনায় বিস্মৃতপ্রায় আর আদর্শ হত্যার ঘটনাও কখনো সংবাদপত্রে খবর হয়নি।

পোস্টারটি তাই সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করল এবং প্রত্যেকেই নিজের মতো করে কথাটির মর্মোদ্ধার করার চেষ্টা করতে লাগল।